প্রথম আলো

0 2 SEP 2025

জুলাইয়ে বড় প্রবৃদ্ধির পর আগস্টে কমল পণ্য রপ্তানি

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছর

প্রথম মাস জুলাইয়ে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে বড় প্রবৃদ্ধি হলেও আগস্টে তা সাড়ে ৪ শতাংশের বেশি কমেছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে পণ্য রপ্তানিতে বড় প্রবৃদ্ধি হলেও আগস্ট মাসে এই ধারা বজায় রাখতে পারেননি বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা। সদ্য সমাপ্ত আগস্ট মাসে রপ্তানি কমেছে সাড়ে ৪ শতাংশের বেশি। তারপরও অবশ্য দেশের পণ্য রপ্তানি ৪ বিলিয়ন বা ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারের কাছাকাছি রয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে, অর্থাৎ জুলাইয়ে ৪৭৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। তখন আগের অর্থবছরের একই মাসের চেয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২৪ দশমিক ৬১ শতাংশ। দ্বিতীয় মাস আগস্টে রপ্তানি কমে ৩৮৮ কোটি ডলারের নিচে নেমে গেছে। এই রপ্তানি আগের অর্থবছরের একই মাসের ৪০৭ কোটি ডলারের রপ্তানির তুলনায় ৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ কম।

কাস্টমসের শুল্কায়নের পর পণ্য রপ্তানি হয়। রপ্তানি পণ্যের সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই এনবিআরের তথ্যভান্ডারে সেই তথ্য নথিভুক্ত হয়। স্থানীয় রপ্তানি (দেশের অভ্যন্তরে রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানে অন্য প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ও সরঞ্জাম সরবরাহ), নমুনা রপ্তানি ও প্রকৃত রপ্তানি—এই তিন ধরনের হিসাব থাকে এনবিআরের তথ্যভান্ডারে। রপ্তানি হওয়া পণ্য থেকে কত আয় দেশে আসে, তার হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাওয়া যায়।

রপ্তানিকারকেরা বলছেন, সাধারণত জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর—এই তিন মাসে তুলনামূলকভাবে পণ্য কম রপ্তানি হয়। তবে এবার গত এপ্রিল থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক নিয়ে একধরনের অস্থিরতা ছিল। গত ৩১ জুলাই বিভিন্ন দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। সে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পাল্টা শুল্ক এড়াতে জুলাইয়ে অনেক পণ্য জাহাজীকরণ হয়েছে। স্থগিত থাকা অনেক পণ্যও রপ্তানি হয়। এ পরিস্থিতিতে জুলাই মাসে অনেক রপ্তানি হয়েছে। এদিকে ৭ আগস্ট থেকে পাল্টা শুল্ক কার্যকর হয়।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক ও কিউট ড্রেস ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শেখ এইচ এম মুস্তাফিজ বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে আগের মতো ক্রয়াদেশ মিলছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে কতটা বাড়তি ক্রয়াদেশ মিলবে, সেটি এখনো বোঝা যাচ্ছে না। এর কারণ, পাল্টা শুল্কের প্রভাবে তৈরি পোশাকের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে পোশাক কেনা কমিয়ে দিতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তারা। তারপরও সে দেশের কিছু ক্রয়াদেশ স্থানান্তরিত হচ্ছে। তাতে আগামী মাসগুলোতে রপ্তানি বাড়তে পারে।

বাংলাদেশ থেকে কোন পণ্য কোন দেশে কী পরিমাণ রপ্তানি হয়, তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। প্রতিষ্ঠানটি আরেক সরকারি সংস্থা এনবিআর থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এটা করে থাকে। তবে ইপিবি এখনো সর্বশেষ তথ্য প্রকাশ করেনি। সে জন্য আগস্টে কোন পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে, কোনটির কমেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪ হাজার ৮২৮ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি তার আগের অর্থবছরের তুলনায় ৮ দশমিক ৫০ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল ৪ হাজার ৪৪৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে ৩১ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের জন্য শুল্ক ঘোষণা করেন। তাতে বাংলাদেশের শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমে হয় ২০ শতাংশ।

প্রতিযোগী দেশের তুলনায় পাল্টা শুল্ক কাছাকাছি হওয়ায় দুশ্চিন্তামুক্ত হন বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা। একই সঙ্গে চীনের পণ্যে ৩০ ও ভারতে মোট ৫০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যেসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের অনেকেই বাড়তি ক্রয়াদেশ পেতে শুরু করেছে।

নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলোকে* বলেন, পাল্টা শুল্ক চূড়ান্ত হওয়ার আলোচনা চলমান থাকায় গত কয়েক মাস ক্রয়াদেশ আসার হার ছিল কম। এ ছাড়া জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে সাধারণত তৈরি পোশাক রপ্তানি কম হয়। এ পরিস্থিতিতে আগস্ট মাসে রপ্তানি কম হওয়া স্বাভাবিক। ক্রয়াদেশ নিয়ে কারখানার সঙ্গে দর-কষাকষি করছে মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো। সামনের মাসগুলোয় রপ্তানি বাড়তে পারে।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছর

মাসওয়ারি পণ্য রপ্তানি

মাস	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	প্রবৃদ্ধি (%)
জুলাই	৩৮২	৪৭৬	+২৪.৬১
আগস্ট	৪০৭	৩৮৮	-৪.৬৭

হিসাব কোটি ডলারে

সূত্র : এনবিআর

> পাল্টা শুল্ক চূড়ান্ত হওয়ার আলোচনা চলমান থাকায় গত কয়েক মাস ক্রয়াদেশ আসার হার ছিল কম। এ ছাড়া জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে সাধারণত তৈরি পোশাক রপ্তানি কম হয়। এ পরিস্থিতিতে আগস্ট মাসে রপ্তানি কম হওয়া স্বাভাবিক।
>
> **মোহাম্মদ হাতেম**, সভাপতি, বিকেএমইএ

0 2 SEP 2025

বণিক বার্তা

জানুয়ারি-জুলাই

ইন্দোনেশিয়া থেকে পাম অয়েল রফতানি বেড়েছে

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

চলতি বছরের জানুয়ারি-জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে ইন্দোনেশিয়া থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পাম অয়েল রফতানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ বেড়েছে। দেশটির পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, এ সময়ে মোট রফতানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩৬ লাখ ৪০ হাজার টনে। খবর বিজনেস রেকর্ডার ও হেলেনিক শিপিং নিউজ।

তবে এ হিসাবের মধ্যে পাম কার্নেল অয়েল, ওলিওকেমিক্যালস ও বায়োডিজেলের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

এদিকে ইন্দোনেশিয়া সেপ্টেম্বরের জন্য অপরিশোধিত পাম অয়েলের রেফারেন্স মূল্য নির্ধারণ করেছে টনপ্রতি ৯৫৪ ডলার ৭১ সেন্ট। আগস্টে এ রেফারেন্স মূল্য ছিল টনপ্রতি ৯১০ ডলার ৯১ সেন্ট। ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি রেগুলেশনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। খবর হেলেনিক শিপিং নিউজ।

নতুন নির্ধারিত রেফারেন্স মূল্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে ইন্দোনেশিয়ায় অপরিশোধিত পাম অয়েলের রফতানি শুল্ক দাঁড়াবে টনপ্রতি ১২৪ ডলার, বর্তমানে যা ৭৪ ডলার। পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়ায় এ পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ আলাদা রফতানি শুল্ক আরোপিত হয়েছে।

বাজার বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এ মূল্যবৃদ্ধির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ইন্দোনেশিয়ায় অপরিশোধিত পাম অয়েলের সরবরাহ ও রফতানি খরচ কিছুটা বাড়তে পারে।

বণিক বার্তা

0 2 SEP 2025

সরবরাহ ও চাহিদা কমায় এশিয়ায় কফি বাণিজ্যে মন্দা

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ভিয়েতনামে গত সপ্তাহে কফি বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে। সরবরাহ ও চাহিদা কম থাকায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে আবহাওয়া পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় ইন্দোনেশিয়ায় রোবাস্তা কফির বেচাকেনায় মূল্য সংযোজন (প্রিমিয়াম) কমেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাবসায়ীদের বরাত দিয়ে বিজনেস রেকর্ডারে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

ভিয়েতনামের প্রধান কফি উৎপাদন অঞ্চল সেন্ট্রাল হাইল্যান্ডসের কৃষকরা গত সপ্তাহে প্রতি কেজি কফি বিন বিক্রি করেছেন ১ লাখ ২২ হাজার থেকে ১ লাখ ২৩ হাজার ৭০০ ডং দরে (৪ ডলার ৬৪ সেন্ট থেকে ৪ ডলার ৭০ সেন্ট), যা গত সপ্তাহে ছিল ১ লাখ ২১ হাজার থেকে ১ লাখ ২৩ হাজার ডং।

ব্যবসায়ী ও কৃষকরা জানিয়েছেন, সম্প্রতি দেশটির মধ্যাঞ্চলে টাইফুন আঘাত হেনেছে। যদিও এতে কফি উৎপাদনে তেমন প্রভাব পড়েনি। তবে বর্তমানে সরবরাহ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নতুন মৌসুম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে অক্টোবরে। বাজারে নতুন কফি বিনের সরবরাহ আসবে নভেম্বরে।

এদিকে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা অঞ্চলে রোবাস্তা বিনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সরবরাহের চুক্তিতে টনপ্রতি ৩০ ডলার মূল্য সংযোজনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে নভেম্বরে সরবরাহের চুক্তিতে এ প্রিমিয়াম ছিল টনপ্রতি ২৩০ ডলার।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা

02 SEP 2025

বেনাপোল স্থলবন্দর

ভারতে মাছ রফতানি বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার টন

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ যশোর

বিগত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে ১৩ হাজার ৭৪২ টন দেশীয় মাছ রফতানি করা হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ৪৭০ কোটি ৬২ লাখ টাকা। এর মধ্যে মিঠাপানির মাছ ১৩ হাজার ২১০ টন ও ইলিশের পরিমাণ ছিল ৫৩২ টন। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ স্থলবন্দর দিয়ে ৮ হাজার ২৯২ টন মাছ রফতানি করা হয়েছিল। এ থেকে আয় হয়েছিল ২ কোটি ৫৪ লাখ ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় ৩১২ কোটি টাকার বেশি। এ হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে রফতানি বেড়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টন। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বেড়েছে ১ কোটি ২৮ লাখ ডলার বা প্রায় ১৬০ কোটি টাকা। বেনাপোল স্থলবন্দর ও স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে দেশীয় মাছের রফতানি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে স্থানীয় ফিশ কোয়ারেন্টিন কর্মকর্তা সজীব সাহা বলেন, '২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় গত অর্থবছরে মাছ রফতানি প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। চলতি অর্থবছর এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রফতানিকারকদের বাড়তি সুবিধা দিতে আমরা কাজ করছি।'

মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। বছরে ১৭ কোটি মানুষের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন প্রায় ৪৮ লাখ টন মাছ। অথচ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উৎপাদন হয়েছে ৫০ লাখ ১৮ হাজার টন। চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেশি হওয়ার কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মাছ রফতানি ক্রমেই বাড়ছে।

জানা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে মোট ৯১ হাজার টন মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য রফতানি করেছে বাংলাদেশ, যার বাজারমূল্য প্রায় ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেবল বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়েই রফতানি হয়েছে ১৩ হাজার ৭৪২ টন মাছ।

রফতানিকারকরা বলছেন, বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে রফতানি বেড়েছে ঠিকই, তবে কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয় খুলনা থেকে, যা বেনাপোল থেকে ৮৫ কিলোমিটার দূরে। এতে সময় নষ্ট হয়, পাশাপাশি পচনশীল পণ্য হওয়ায় দ্রুত সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয়।

বেনাপোল আমদানি-রফতানিকারক সমিতির সহসভাপতি আমিনুল হক বণিক বার্তাকে বলেন, 'ভারতে মাছ পাঠাতে হলে খুলনা থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। যদি বেনাপোলেই এ সুবিধা দেয়া হয়, তাহলে সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি রফতানি ও বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধি পাবে।'

বিশ্বের ২০টি দেশে মাছ রফতানি করে থাকে যশোরের এমইউসিই ফুডস। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্যামল দাস বণিক বার্তাকে বলেন, 'বেনাপোল দিয়ে ভারতে মাছ রফতানি বাড়াতে হলে ছাড়পত্র সংগ্রহের প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। বেনাপোল বা যশোরে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অফিস স্থাপন করতে হবে। এতে ব্যবসায়ীরা মাছ রফতানি করতে উৎসাহী হবেন।'

The Financial Express

0 2 SEP 2025

Vanilla may become BD's new cash crop soon

JASIM UDDIN HAROON

Vanilla could soon become a new cash crop for Bangladesh as six years of research by the Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) has confirmed its feasibility under local weather conditions.

Vanilla beans are one of the world's most expensive spices, widely used in ice cream, cakes, and bakery products.

Bangladesh currently depends almost entirely on artificial vanilla flavouring, which, experts warn, can carry health risks, particularly for children.

Natural vanilla, by contrast, is healthier, richer in flavour, and in high demand globally. Yet, it remains underutilised in Bangladesh largely due to its steep international price.

Now a breakthrough has come at BARI's Spices Research Centre in Bogura's Shibganj.

Officials say subject to approval from the Ministry of Agriculture, vanilla plants could begin reaching farmers as early as April 2026.

"We now have one year of successful data, which we will soon submit to our headquarters in Gazipur for government approval," said Md Zulfikar Haider Prodhan, chief scientific officer at the Spices Research Centre.

Once cleared, the centre would start giving cuttings to farmers, he added.

"Bangladesh's vanilla journey started by accident,"

BANGLADESH'S VANILLA BREAKTHROUGH

- Vanilla plants may begin reaching farmers in Apr'26
- BD now depends on artificial vanilla flavouring
- Such flavouring can carry health risks
- Natural vanilla underutilised in BD due to high price
- BARI nursing vanilla planifolia variety
- Vanilla commercialisation may diversify BD's agro basket

recalled Abu Hena Faisal Fahim, a scientific officer at the centre.

"During a trip to Indonesia sponsored by the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), I brought back a three-foot cutting and planted it, which bloomed successfully by 2022."

He said the success encouraged them to expand trials, which eventually proved that Bangladesh's climate could indeed support vanilla.

Vanilla is somewhat difficult to process. After blooming, a bean takes nearly eight months to ripen.

It then requires hot-water treatment, followed by weeks of natural drying.

Only after reducing its moisture content by about 70 per cent does it turn into the prized, dark-brown vanilla pod, known worldwide as black gold.

The nickname reflects not only its colour but also rarity, painstaking cultivation, and luxury status in global culinary and perfumery markets.

According to Fahim, the vanilla orchid – a variety of Vanilla planifolia – reaches its optimum yield at around five years of age.

Even in its early stage, however, one plant can produce about one kg of beans worth roughly $250 in international markets.

"Vanilla is so costly because the orchid that produces it grows in only a handful of regions worldwide," Fahim said.

Currently, Madagascar is the world's largest vanilla supplier, followed by Indonesia, while Bangladesh could soon join this exclusive group.

Vanilla planifolia, the variety being nursed by the BARI centre, is a good variety.

If commercialised, experts believe it could diversify Bangladesh's agricultural basket, boost rural earnings, and position the country in the global spice trade.

jasimharoon@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Financial Express

0 2 SEP 2025

S Korea posts record semiconductor exports in August

SEOUL, Sept 01 (AFP): South Korea recorded its highest ever monthly semiconductor exports in August despite growing pressure from US tariffs and other restrictions on the crucial sector, government data showed Monday.

Seoul recorded more than $15 billion in exports last month of semiconductors, a new record and an increase by almost a third from August 2024.

The surge was driven by strong demand from China and the exemption of chips from tariffs, the industry ministry said Monday. The country's other key exports–cars and shipbuilding–also performed strongly, with auto shipments climbing to $5.5 billion and ship exports to $3.14 billion, both marking their strongest August performance.

Driven by the strong figures, overall exports reached $58.4 billion, the highest ever recorded for the month of August.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
.....
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

0 2 SEP 2025

Govt to create level-playing field for trade: Adviser

Automation of customs activities would make export, import easier: Bashir Uddin tells NTFC meeting

FE REPORT

Commerce Adviser Sk. Bashir Uddin said on Monday the government is committed to ensuring trade facilitation through identifying unnecessary regulations and reviewing the trade-related rules.

"We will establish justice and create a level-playing field, through which our trade volume and economic capacity will increase," said the adviser.

He was speaking at the ninth meeting of the National Trade Facilitation Committee (NTFC), organised by the Ministry of Commerce, at the BIAM Foundation in Dhaka.

Mr. Bashir Uddin said the government wants an efficient trade regime, through which our national economy will grow greatly, thus serving as a major platform for equitable distributions of wealth.

"We definitely want to curb tax evasion, but at the same time, we want to develop skills," he added.

He further said the activities of the customs authorities are being automated, which will help make import and export tasks easier.

National Board of Revenue (NBR) Chairman Abdur Rahman Khan, Commerce Secretary Mahbubur Rahman, Bangladesh Trade and Tariff Commission (BTTC) Chairman Dr Moinul Khan, National Skills Development Authority Executive Chairman Nazneen Kawshar Chowdhury, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) Administrator Md Hafizur Rahman, Export Promotion Bureau (EPB) Vice Chairman Md Abdur Rahim Khan and Additional Secretary of Commerce Ministry Ayesha Akter, were present at the meeting.

rezamumu@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

Bangladesh and the US tariff on India

MAMUNUR RAHMAN

When Washington imposed a 50 percent tariff on Indian garments this week, it did not just rattle New Delhi. It cracked open a multi-billion-dollar market window that will not stay open for long. For Bangladesh, the stakes could not be clearer: move quickly and claim this ground, or watch rivals take it away.

The numbers speak louder than speculation. In 2024, the US imported about $4.1 billion worth of apparel and textiles from India. Overnight, those goods have become prohibitively expensive. At the same time, Bangladesh shipped $9.7 billion in ready-made garments to the US that year. Absorbing even half of India's displaced trade would mean a huge leap in market share, enough to fuel hundreds of thousands of jobs and ripple growth across our textile ecosystem. This is not just a windfall. It is a chance to redefine Bangladesh's place in global apparel for the next generation.

But opportunities this big attract predators. Vietnam exported $14.5 billion to the US in 2024, with its growing reputation for high-value, complex garments. Cambodia, with $4.3 billion in US exports, offers an alternative for buyers of basics. Indonesia is also moving steadily, exporting nearly $5.2 billion in apparel to the US, with strong competitiveness in knitwear and footwear. And while China remains the largest supplier by far, shipping over $28 billion in garments and textiles, it faces continuing US trade restrictions that create openings for others. If Bangladesh hesitates, the $4.1 billion India has lost will not vanish. It will be redistributed among these rivals.

So, the choice before us is stark: act like a stopgap supplier, or step forward as a strategic partner for US buyers. That requires strengthening backward linkages to reduce reliance on imported raw materials and cut lead times. It also means moving up the value chain, producing not just T-shirts and trousers, but high-end apparel, technical textiles, outerwear and fashion-forward designs. Diversification is now critical. US buyers are looking for a wider portfolio, including knitwear, athleisure, lingerie, footwear and home textiles. If Bangladesh broadens its export basket beyond basic garments, it can embed itself deeper in the US supply chain.

Equally vital is tackling infrastructure bottlenecks. Ports, customs and transport inefficiencies make us vulnerable in a time-sensitive market. Every extra day in transit strengthens Vietnam's hand. We need efficiency that matches our scale.

Sustainability must be the other pillar. US brands face rising consumer scrutiny on ethical and green manufacturing. Bangladesh has a strong story to tell here. With more than 200 LEED-certified green factories, the sector has set global benchmarks. Ella Pad's pioneering model, turning garment waste into reusable sanitary pads, rebranded the country as the leading global case of circular fashion, proving that Bangladesh can lead not only in volume but in innovation. By promoting these achievements, we can outflank competitors who still struggle to shed reputations of exploitative practices.

Diplomacy must keep pace with industry. Government and associations need to be in Washington, lobbying for

The Daily Star

0 2 SEP 2025

shipping over $28 billion in garments and textiles, it faces continuing US trade restrictions that create openings for others. If Bangladesh hesitates, the $4.1 billion India has lost will not vanish. It will be redistributed among these rivals.

So, the choice before us is stark: act like a stopgap supplier, or step forward as a strategic partner for US buyers. That requires strengthening backward linkages to reduce reliance on imported raw materials and cut lead times. It also means moving up the value chain, producing not just T-shirts and trousers, but high-end apparel, technical textiles, outerwear and fashion-forward designs. Diversification is now critical. US buyers are looking for a wider portfolio, including knitwear, athleisure, lingerie, footwear and home textiles. If Bangladesh broadens its export basket beyond basic garments, it can embed itself deeper in the US supply chain.

Equally vital is tackling infrastructure bottlenecks. Ports, customs and transport inefficiencies make us vulnerable in a time-sensitive market. Every extra day in transit strengthens Vietnam's hand. We need efficiency that matches our scale.

Sustainability must be the other pillar. US brands face rising consumer scrutiny on ethical and green manufacturing. Bangladesh has a strong story to tell here. With more than 200 LEED-certified green factories, the sector has set global benchmarks. Ella Pad's pioneering model, turning garment waste into reusable sanitary pads, rebranded the country as the leading global case of circular fashion, proving that Bangladesh can lead not only in volume but in innovation. By promoting these achievements, we can outflank competitors who still struggle to shed reputations of exploitative practices.

Diplomacy must keep pace with industry. Government and associations need to be in Washington, lobbying for trade preferences, reassuring buyers of political stability, and showcasing our transformation. If we combine scale with speed, sustainability and policy outreach, Bangladesh can not only absorb India's lost share but also move into the spaces left vulnerable by China's trade disputes and Indonesia's slower climb.

The tariff on India is more than a penalty. It is a shockwave reshaping sourcing strategies. Bangladesh can let the moment pass and watch others divide the spoils, or it can seize it to secure long-term dominance in the US market. The window is open, but it will not stay that way. Now is the time to move fast, smart and united.

The writer is coordinator of Ella Alliance and founder of Ella Pad

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো